

সিয়াম সিয়ামের প্রকৃতি ও মাসায়েল

আবদুস শহীদ নাসিম

সিয়াম সিয়ামের প্রস্তুতি ও মাসায়েল

আবদুস শহীদ নাসিম



বর্নালি বুক সেন্টার-বিবিসি
BORNALI BOOK CENTER-BBC

সিয়াম: সিয়ামের প্রস্তুতি ও মাসায়েল

লেখক

আবদুস শহীদ নাসিম

© Author

ISBN: 978-984-645-102-3

BBCP: 21

প্রকাশক

বর্ণালি বুক সেন্টার-বিবিসি

ঢাকা, বাংলাদেশ

মোবাইল: ০১৭৪৫২৮২৩৮৬, ০১৭৫৩৪২২২৯৬

প্রকাশকাল

১ম প্রকাশ: মে ২০১৬

SIAM: SIAMER PROSTUTI O MASAYEL

Author

Abdus Shaheed Naseem

Publisher

Bornali Book Center-BBC

Mobile: 01745282386, 01753422296.

Print

1st Print: May 2016

দাম: ৩০.০০ টাকা মাত্র

Price: Tk. 30.00 Only

সূচিপত্র

ক্রমিক বিষয়

পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়: কুরআন ও রমযান	০৭
● মাহে রমযানের মর্যাদা ও মর্যাদার কারণ	০৭
০১. কুরআন নাযিলের মাস	০৭
০২. লাইলাতুল কদর-এর মাস	০৭
০৩. হাজার মাসের চেয়ে উত্তম রাতওয়ালা মাস	০৮
০৪. যুবরক রাতের মাস	০৮
০৫. ফায়সালার রাতওয়ালা মাস	০৮
০৬. জিবরিল ও ফেরেশতাগণের অবতরণের রাতের মাস	০৮
০৭. রহমত বিতরণের রাতের মাস	০৮
০৮. শান্তির রাতের মাস	০৮
০৯. মানবজাতির মুক্তির দিশারি অবতীর্ণের মাস	০৮
১০. সত্য-সঠিক পথের প্রমাণ নাযিলের মাস	০৯
১১. সত্য-মিথ্যা যাচাইর মানদণ্ড (criterion) নাযিলের মাস	০৯
১২. সিয়াম সাধনার মাস	০৯
১৩. আকাশের দরজা উন্মুক্ত রাখার মাস	০৯
১৪. জান্নাতের দুয়ারসমূহ খুলে রাখার মাস	০৯
১৫. রহমতের দুয়ার খোলা রাখার মাস	০৯
১৬. জাহান্নামের দুয়ার বন্ধ রাখার মাস	০৯
১৭. অতীতের গুনাহ মাফ করে দেয়ার মাস	১০
● রমযানের পুরো এক মাস সিয়াম সাধনার উদ্দেশ্য কি?	১০
● রমযান মাস থেকে ফায়দা লাভের উপায়	১১
দ্বিতীয় অধ্যায়: সিয়ামের প্রকৃতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন	১৪
● সিয়াম পালনের সংকল্প	১৪
০১. সাওম-এর অর্থ	১৪
০২. সিয়ামের উচ্চ মর্যাদা	১৪
০৩. পূর্ণ রমযান মাস সিয়াম পালনের নির্দেশ	১৫
০৪. সিয়াম মাসব্যাপী পালনের এক পবিত্র কালচারাল অনুষ্ঠান	১৬
০৫. মাসব্যাপী সিয়াম পালনের সংকল্প গ্রহণ	১৭
● মাসব্যাপী সিয়াম পালনের পরিকল্পনা ও প্রকৃতি গ্রহণ	১৮
০১. মাহে রমযানের সময়কাল জানুন এবং দিন গুণন	১৮

০২. রমযানে কোথায় অবস্থান করবেন তা আগেই স্থির করুন	১৮
০৩. সিয়াম পালনে পরিবারের সদস্যদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করুন	১৮
০৪. আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও সমাজ-বন্ধুদের সচেতন করুন	১৯
০৫. অফিস-আদালত ও কাজ-কর্মের সময় পুনঃনির্ধারণ করুন	১৯
০৬. প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক প্রস্তুতি গ্রহণ করুন	১৯
০৭. বাজার স্বচ্ছ ও নিয়ন্ত্রিত রাখতে উদ্যোগ নিন	২০
০৮. সিয়াম পালনের উপযোগী পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ নিন	২০
০৯. মসজিদগুলোতে মুসল্লিদের সুবিধা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করুন	২০
১০. মসজিদে তারাবিহ বা রাতের নামাযের সুব্যবস্থা করুন	২১
১১. মাহে রমযানের স্বাগত জানান	২১
১২. সাহরিতে ঘুম থেকে জাগরণের ব্যবস্থা করুন	২২
১৩. কুরআন মজিদ অর্ধসহ অন্তত একবার পাঠ করুন	২২
১৪. হাদিস ও বিশুদ্ধ ইসলামি বই পড়ুন	২৩
১৫. প্রথম রোযাকে পুণ্যশীলতায় সমৃদ্ধ করুন	২৩
১৬. মসজিদগুলোতে প্রতিদিন ইফতারি আয়োজন করুন	২৩
১৭. নিজ উদ্যোগে রোযাদারদের ইফতার করুন	২৪
১৮. নিয়মিত কিয়ামুল লাইল বা তারাবিহতে শরিক হোন	২৪
১৯. পুরো মাসে বেশি বেশি দান-সদকা করুন	২৪
২০. রমযান মাসেই যাকাত আদায় করার চেষ্টা করুন	২৪
২১. চাকর-চাকরানী ও কর্মচারীদের কার্যভার যতোটা সম্ভব হালকা করে দিন	২৪
২২. বেশি বেশি মানব সেবা করার চেষ্টা করুন	২৪
২৩. ঝগড়া-বিবাদ ও হানাহানি থেকে বিরত থাকুন	২৪
২৪. কাউকে গালি দেবেন না	২৪
২৫. মিথ্যা, অসত্য, অন্যায়, প্রতারণা ও ধোকাবাজি পরিহার করুন	২৪
২৬. হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার ও দ্বিমুখী নীতি পরিহার করুন	২৪
২৭. ভালো কাজে সহযোগিতা করুন এবং উৎসাহ করুন	২৪
২৮. সম্ভাব্য সকল উপায়ে মন্দ কাজে বাধা দিন এবং ঘৃণা করুন	২৪
২৯. খাদ্য দ্রব্যের দাম কমাতে ভূমিকা পালন করুন	২৪
৩০. খাদ্য দ্রব্য ভেজালমুক্ত রাখতে সচেতনতা বৃদ্ধি করুন	২৫
৩১. সামাজিকভাবে আলোচনা ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করুন	২৫
৩২. মসজিদগুলোতে ইফতারের সময় বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করুন	২৫
৩৩. রমযান মাসেই আপনার সন্তানদের কুরআন পাঠ শিক্ষা দিন	২৫

ক্রমিক বিষয়	পৃষ্ঠা
৩৪. বঙ্গানুবাদ কুরআন বিতরণ করুন	২৫
৩৫. সুস্থ থাকার উপযোগী ইফতার ও খাদ্য গ্রহণ করুন	২৫
৩৬. যতো বেশি সম্ভব নফল ইবাদত করুন	২৫
৩৭. বেশি বেশি ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করুন	২৫
৩৮. রহমত মাগফিরাত লাভ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভে তৎপর থাকুন	২৫
৩৯. সম্ভব হলে শেষ দশদিন ইতেকাফ করুন	২৫
৪০. পুরো মাস হৃদয়টাকে মসজিদের সাথে বেঁধে রাখুন	২৫
৪১. ঈদুল ফিতরের প্রস্তুতি নিন	২৫
৪২. সালাতুল ঈদের পূর্বেই ফিতরা আদায় করে দিন	২৫
৪৩. ব্যক্তিগতভাবে গরিব-দুঃখীদের ঈদের আনন্দে শরিক করার চেষ্টা করুন	২৫
৪৪. ঈদের সালাতে শরিক হোন	২৫
৪৫. শাওয়াল মাসে ছয়টি নফল রোযা রাখুন	২৫
তৃতীয় অধ্যায়: সিয়ামের মাসায়েল	২৬
০১. রমযান মাস প্রমাণ/নির্ণয় করার সঠিক পছা কী?	২৬
০২. রোযা ফরয হবার শর্ত কি কি?	২৬
০৩. রোযার ফরয কয়টি ও কি কি?	২৭
০৪. রোযা কয় প্রকার ও কি কি?	২৭
০৫. কাদের উপর রোযা রাখা ফরয নয়?	২৭
০৬. কাদের উপর রোযা ভাঙলে কাযা করা ফরয?	২৮
০৭. কারা রোযা ভাঙতে পারবে এবং ভাঙলে ফিদিয়া দিতে হবে?	২৮
০৮. ফিদিয়া কী? ফিদিয়া কিভাবে দিতে হবে?	২৯
০৯. রোযার কাফফারা কী? কি কারণে কাফফারা দিতে হয়?	২৯
১০. হাঁপানী রোগীরা রোযা রেখে ইনহেলার ব্যবহার করতে পারবে কি?	৩১
১১. রোযা রেখে ইনজেকশন দেয়া যাবে কি এবং ইনসুলিন নেয়া যাবে কি?	৩১
১২. রোযা রেখে কাউকেও রক্তদান করা যাবে কি?	৩১
১৩. মেডিকেল টেস্টের জন্যে ল্যাব-এ রক্ত দিলে রোযা নষ্ট হবে কি?	৩১
১৪. রোযা রেখে চোখে সুরমা লাগালে রোযা ভঙ্গ হবে কি?	৩১
১৫. রোযাদাররা, চোখ, নাক ও কানে ঔষধের ড্রপ দিতে পারবে কি?	৩১
১৬. রোযা রেখে খাবারের স্বাদ পরীক্ষা করা যাবে কি?	৩১
১৭. রোযা রেখে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে চুমু খেতে পারবে কি?	৩২
১৮. গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় ভোর হলে তার বিধান কি?	৩২

এটি বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটি কর্তৃক রাজধানীর বিয়াম (BIAM) অডিটরিয়ামে আয়োজিত মাসিক আলোচনা সভায় লেখকের প্রদত্ত বক্তব্যের পুস্তিকা।

এটি ২০ মে ২০১৬ তারিখে উপস্থাপিত বক্তব্য। তবে পুস্তিকা আকারে প্রকাশের সময় ১২ জুন ২০১৫ তারিখে প্রদত্ত বক্তব্যের পুস্তিকাটিও বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যের কারণে এবারের বক্তব্যের সাথে প্রথমে জুড়ে দেয়া হয়েছে।

ফলে এ পুস্তিকার তিনটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম অধ্যায়টি ২০১৫ সালের বক্তব্য। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় এ বছর অর্থাৎ ২০ মে ২০১৬ সালের বক্তব্য।

আবদুস শহীদ নাসিম
মে ২০১৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

প্রথম অধ্যায়

কুরআন ও রমযান

রমযান মাস কুরআন নাযিলের মাস। কুরআন সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে, রমযান মাসেই কুরআন নাযিল করা হয়েছে:

• شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

অর্থ: রমযান মাস হলো সেই মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে আল কুরআন।
(আল কুরআন ২:১৮৫)

পুরো রমযান মাসব্যাপী রোযা রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এ মাসে কুরআন নাযিল হবার কারণেই।

রমযান মাস, কদর রাত এবং রমযান মাসের রোযা ও অন্যান্য ইবাদতের যতো মর্যাদা- এসবই এ মাসে কুরআন নাযিল হবার কারণে।

তাই আজকের আলোচনায় আমরা মূলত তিনটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে চাই:

১. মাহে রমযানের মর্যাদা ও মর্যাদার কারণ,
২. এ মাসে সিয়াম পালনের উদ্দেশ্য এবং
৩. এ মাস থেকে ফায়দা লাভের উপায়।

• মাহে রমযানের মর্যাদা ও মর্যাদার কারণ

স্বয়ং কুরআন মজিদেই মাহে রমযানের মর্যাদার কারণসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে মহান আল্লাহ পাকের কালাম থেকে মাহে রমযানের কয়েকটি মর্যাদা উল্লেখ করা হলো:

১. কুরআন নাযিলের মাস: রমযান মাসের মর্যাদার মূল কারণ, এ মাসে কুরআন মজিদ নাযিল করা হয়েছে: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

অর্থ: রমযান মাস হলো সেই মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে আল কুরআন।
(আল কুরআন ২: ১৮৫)

হাদিস থেকে জানা যায় কুরআন নাযিল হয়েছে এ মাসের ২১, ২৩, ২৫, ২৭ অথবা ২৯ তারিখে।

২. লাইলাতুল কদর-এর মাস: মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, কুরআন নাযিল হয়েছে লাইলাতুল কদরে: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

৮ সিয়াম: সিয়ামের প্রস্তুতি ও মাসায়েল

“আমরা এটি (কুরআন) নাখিল করেছি কদর রাতে।” (আল কুরআন ৯৭:১)

কদর মানে: ১. মর্যাদা, ২. তকদির বা ফায়সালা, ৩. শক্তি বা ক্ষমতা।

সুতরাং এ রাত হলো, মর্যাদার রাত, ভাগ্যবন্টন বা ফায়সালার রাত এবং শক্তিশালী রাত।

৩. হাজার মাসের চেয়ে উত্তম রাতওয়াল্লা মাস: এ মাসেই রয়েছে এমন একটি রাত যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম:

• وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ • لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ •

অর্থ: “তুমি কী করে জানবে ‘কদর রাত’ কী? কদর রাত উত্তম ও কল্যাণময় হাজার মাসের চেয়ে।” (আল কুরআন ৯৭: ২-৩)

৪. মুবারক রাতের মাস: এ মাসেই রয়েছে এক বরকতময় (মোবারক) রাত:

• إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ • إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ •

অর্থ: আমরা এটিকে (এ কুরআনকে) নাখিল করেছি এক মুবারক রাতে। আমরা তো সতর্ককারী। (আল কুরআন ৪৪: ৩)

৫. ফায়সালার রাতওয়াল্লা মাস : এ মাসেই রয়েছে ফায়সালার রাত:

• فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ • أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا •

অর্থ: সেই রাতে প্রতিটি বিষয় ফায়সালা করা হয় বিজ্ঞতার সাথে, আমাদের নির্দেশক্রমে। (আল কুরআন ৪৪: ৪-৫)

৬. জিবরিল ও ফেরেশতাগণের অবতরণের রাতের মাস:

• نَزَّلُ الْمَلَائِكَةَ وَالرُّوحَ فِيهَا • (আল কুরআন ৯৭: ৪)

অর্থ: নাখিল হয় ফেরেশতাকুল এবং রুহ (জিবরিল) সে রাতে।

৭. রহমত বিতরণের রাতের মাস:

• أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا • إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ • رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ •

অর্থ: আমাদের নির্দেশক্রমে। আমরা তো রসূল পাঠিয়ে থাকি, তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে রহমত হিসেবে। (আল কুরআন ৪৪: ৫-৬)

৮. শান্তির রাতের মাস:

• سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ •

অর্থ: শান্তিময় পুরো সে রাত ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত। (আল কুরআন ৯৭: ৫)

৯. মানবজাতির মুক্তির দিশারি অবতীর্ণের মাস: • أَنْزَلَ فِيهِ الْقُرْآنَ هُدًى لِّلنَّاسِ •

অর্থ: তাতে নাযিল করা হয়েছে আল কুরআন, যা মানবজাতির জন্যে 'জীবন যাপনের পথ ও মুক্তির দিশারি।' (আল কুরআন ২:১৮৫)

১০. সত্য-সঠিক পথের প্রমাণ নাযিলের মাস: وَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ

অর্থ: এবং (এ কুরআন) জীবন যাপনের পথ হিসেবে সুস্পষ্ট প্রমাণ। (২: ১৮৫)

১১. সত্য-মিথ্যা যাচাইর মানদণ্ড (criterion) নাযিলের মাস: وَالْفُرْقَانَ

অর্থ: আর (এ মাসে নাযিলকৃত কুরআন ভালোমন্দ, ন্যায় অন্যায়, সঠিক-বেঠিক, এবং সত্যাসত্যের) অকাট্য মানদণ্ড (criterion)। (আল কুরআন ২:১৮৫)

১২. সিয়াম সাধনার মাস: فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

অর্থ: সুতরাং তোমাদের যে কেউ এ মাসের সাক্ষাত লাভ করবে, তাকে অবশ্যি পুরো (রমযান) মাসটিতে রোযা পালন করতে হবে। (আল কুরআন ২:১৮৫)

এগুলো গেলো আদ্বাহর বাণী। এখন আমরা এ প্রসঙ্গে কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করছি।

১৩. আকাশের দরজা উন্মুক্ত রাখার মাস :

• إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ

অর্থ: “যখন রমযান মাসের আগমন ঘটে, তখন আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়.....।” (সহীহ বুখারি ও মুসলিম)

১৪. জান্নাতের দুয়ারসমূহ খুলে রাখার মাস :

• إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ

অর্থ: “যখন রমযান মাসের আগমন ঘটে, তখন জান্নাতের দুয়ারগুলো খুলে দেয়া হয়.....।” (সহীহ বুখারি ও মুসলিম)

১৫. রহমতের দুয়ার খোলা রাখার মাস :

• إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ

অর্থ: “যখন রমযান মাসের আগমন ঘটে, তখন রহমতের দুয়ারসমূহ খুলে দেয়া হয়।” (সহীহ বুখারি ও মুসলিম)

১৬. জাহান্নামের দুয়ার বন্ধ রাখার মাস :

• إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ غُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ

অর্থ: “যখন রমযান মাসের আগমন ঘটে, তখন জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়।” (সহীহ বুখারি ও মুসলিম)

১০ সিয়াম: সিয়ামের প্রকৃতি ও মাসায়েল

১৭. অতীতের গুনাহ মাফ করে দেয়ার মাস: প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ •

অর্থ: “যে কেউ ঈমান ও আশা নিয়ে রমযানের রোযা রাখবে, তার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। যে কেউ ঈমান ও আশা নিয়ে রমযানের রাতগুলোতে (ইবাদতে) দাঁড়াবে তার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। যে কেউ ঈমান ও আশা নিয়ে কদর রাত (ইবাদতে) কাটাতে তার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।” (সহীহ বুখারি ও মুসলিম)

● রমযানের পুরো এক মাস সিয়াম সাধনার উদ্দেশ্য কি?

রমযানের পুরো একমাস রোযা রাখার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

১. আল্লাহর সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন হওয়ার উদ্দেশ্যে:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অর্থ: তোমাদের জন্যে লিখে (ফরয করে) দেয়া হয়েছে সওম (রোযা), যেভাবে লিখে দেয়া হয়েছিল তোমাদের পূর্বকার লোকেদের জন্যে, যাতে করে তোমরা আল্লাহর সম্পর্কে সতর্ক হও। (আল কুরআন ২: ১৮৩)

২. আল্লাহ প্রদত্ত গাইডেন্সের মাধ্যমে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার ও প্রকাশের উদ্দেশ্যে:

وَلْيُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ •

অর্থ: এবং যাতে করে (কুরআন নাযিল করে তোমাদের জীবন যাপন ব্যবস্থা প্রদানের জন্যে) তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করো। (আল কুরআন ২:১৮৫)

৩. কুরআন নাযিলের জন্যে আল্লাহর শোকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে:

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ •

“আর যেনো তোমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।” (আল কুরআন ২:১৮৫)

অর্থাৎ কুরআন নাযিল করে তোমাদের সামনে সত্য-মিথ্যার পথ সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা এবং সত্য ও মুক্তির পথ প্রমাণসহ স্পষ্ট করে দেয়ার জন্যে তোমরা পুরো রমযান মাস সিয়াম পালন করে আল্লাহর শোকর আদায় করো।

● রমযান মাস থেকে ফায়দা লাভের উপায়

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাস থেকে ফায়দা লাভের উপায় বলে দিয়েছেন। সেগুলো হলো:

১. مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

১. যে ব্যক্তি ঈমান ও আশা নিয়ে রমযান মাসের রোযা রাখবে, তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (বুখারি ও মুসলিম: আবু হুরাইরা রা.)

২. وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

২. যে ব্যক্তি ঈমান ও আশা নিয়ে রমযানের রাতে সালাতে দাঁড়াবে তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (বুখারি ও মুসলিম: আবু হুরাইরা রা.)

৩. وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

৩. যে ব্যক্তি ঈমান ও আশা নিয়ে কদর রাতে সালাতে দাঁড়াবে তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (বুখারি ও মুসলিম: আবু হুরাইরা রা.)

৪. أَلْصَّوْمُ لِيْ وَأَنَا أُجْرِيْ بِهِ

৪. আল্লাহ বলেন: রোযা আমার জন্যে এবং আমিই এর পুরস্কার দেবো। (বুখারি)

৫. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ : فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ

৫. রোযাদারের জন্যে দুটি আনন্দের সময়: একটি আনন্দ ইফতারের সময়, আরেকটি তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের সময়। (বুখারি ও মুসলিম: আবু হুরাইরা রা.)

৬. أَلصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَنْشَفَعَانِ لِلْعَبْدِ

৬. রোযা এবং কুরআন বান্দার জন্যে সুপারিশ করবে। (বায়হাকি: ইবনে উমর রা.)

৭. شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ مُّبَارَكٌ

৭. রমযান মাস একটি বরকতময় মাস। (বায়হাকি)

৮. مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ

৮. যে ব্যক্তি রমযান মাসে একটি ভালো কাজ করে আল্লাহর নিকটবর্তী হতে চাইবে, সে অন্য সময়ের একটি ফরয আদায়কারীর সমতুল্য। (বায়হাকি)

৯. وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ

৯. যে ব্যক্তি এ মাসে একটি ফরয আদায় করবে, সে অন্য সময়ের সত্তরটি ফরয আদায়কারীর সমতুল্য। (সালমান ফারেসি: বায়হাকি)

১২ সিয়াম: সিয়ামের প্রস্তুতি ও মাসায়েল

• ১০. هُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْحَنَّةُ •

১০. এ মাস সবরের মাস, আর সবরের পুরস্কার হলো, জান্নাত। (বায়হাকি)

• ১১. هُوَ شَهْرُ الْمَوَاسَاةِ •

১১. এ মাস (মুসলিমদের মধ্যে) পারস্পারিক সম্প্রীতির মাস। (বায়হাকি)

• ১২. هُوَ شَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ •

১২. এ মাসে মুমিনদের জীবিকা বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। (সালমান ফারেসি: বায়হাকি)

• ১৩. هُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَوَأَسْطُهُ مَغْفِرَةٌ وَأَخِيرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ

১৩. এটি সেই মাস, যার প্রথম ভাগ রহমতের, মধ্যভাগ ক্ষমার এবং শেষ ভাগ জাহান্নাম থেকে মুক্তির। (সালমান ফারেসি: বায়হাকি)

• ১৪. الصَّوْمُ جُنَّةٌ •

• ১৫. إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى إِذَا أَفْطَرَ قَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ صُئْتٌ وَعَلَى

رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ •

১৫. ইফতার করার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন: হে আল্লাহ! তোমার জন্যে রোযা রেখেছি আর তোমার দেয়া জীবিকা দিয়েই ইফতার করছি। (আবু দাউদ: মুরসাল)

• ১৬. مَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ •

১৬. মানুষ কল্যাণের উপর থাকবে, যতোদিন তারা দ্রুত ইফতার করবে। (বুখারি)

• ১৭. تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً •

১৭. তোমরা সাহরি খাও, কারণ সাহরিতে বরকত রয়েছে। (বুখারি ও মুসলিম)

• ১৮. مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلَيْتَمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا

أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ •

১৮. যে ব্যক্তি রোযা থাকার কথা ভুলে গিয়ে পানাহার করে ফেলে, সে যেনো রোযা পূর্ণ করে। কারণ আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন। (বুখারি ও মুসলিম)

• ১৯. رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى وَلَا أَحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ •

১৯. আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রোযা রেখে কতোবার যে মেসওয়াক করতে দেখেছি! (তিরমিযি)

۲۰. مَنْ لَمْ يَدْعَ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلِ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ •

২০. যে ব্যক্তি (রোযা রেখে) মিথ্যা কথা ও কাজ ছাড়তে পারলোনা, তার পানাহার ত্যাগের কোনো প্রয়োজন আল্লাহর নেই। (বুখারি: আবু হুরাইরা রা.)

• ۲۱. مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِنًا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ •

২১. যে ব্যক্তি রমযান মাসের রোযা থাকলো, তারপর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা তার অনুগামী করলো, সে যেনো পুরো বছর রোযা থাকলো। (মুসলিম: আবু আইউব রা.)

۲۲. أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ •

২২. রমযানের বাইরে সর্বোত্তম রোযা হলো আল্লাহর প্রিয় মাস মহররম মাসের রোযা, এবং ফরয নামায ছাড়া সর্বোত্তম নামায হলো রাতের নামায। (মুসলিম)

• ۲۳. كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ أَعْطَى كُلَّ سَائِلٍ •

২৩. রমযান মাস এলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক সাহায্য প্রার্থীকে দান করতেন। (বায়হাকি: ইবনে আক্বাস রা.) *

•••

সিয়ামের প্রস্তুতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন

● সিয়াম পালনের সংকল্প

১. সাওম -এর অর্থ

‘সিয়াম’ শব্দটি বহুবচন। এক বচনে ‘সাওম’। সাওম মানে- সংযম অবলম্বন করা, নিবৃত্ত হওয়া, আত্মনিয়ন্ত্রণ করা, বাক সংবরণ করা।

‘সাওম’কে ফারসি ভাষায় বলা হয়- ‘রোযা’। ফার্সিয়ান মুসলিমরা দীর্ঘদিন আমাদের এই অঞ্চল শাসন করার কারণে আমাদের দেশে বহু ফারসি শব্দ প্রচলিত হয়ে গেছে। যেমন: নামায, রোযা, বন্দেগি, বান্দা, মুনাজাত, ফরিয়াদ, বেহেশত, দোযখ, পুলসিরাত, আমলনামা, জায়নামায, ঈদগাহ, দরগাহ, খানকাহ, পীর, দরবেশ। কুরআনে ব্যবহৃত আরবি সাওম এবং সিয়াম শব্দই ব্যবহার করা উচিত, কিন্তু আমাদের দেশের সাধারণ জনগণ যেহেতু ‘নামায’ ‘রোযার’ সাথেই বেশি পরিচিত, সে কারণে আমরা রোযা শব্দও ব্যবহার করবো।

২. সিয়ামের উচ্চ মর্যাদা

সিয়ামের উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে কয়েকটি হাদিস এখানে উল্লেখ করা হলো:

১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তায়ালা বলেন: আদম সন্তানের সকল কাজই তার নিজের জন্যে। কেবল রোযা ব্যতিত। রোযা আমার জন্য। আর আমিই তার প্রতিদান দেবো। (হাদিসটির কুদসী অংশ এখানে শেষ। পরবর্তী অংশ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের উক্তি): আর রোযা একটি ঢাল। তোমাদের কেউ যেদিন রোযা রাখবে, সেদিন সে যেনো কোনো অশ্লীল কথা না বলে, চিৎকার না করে এবং অভদ্র আচরণ না করে। কেউ যদি তাকে গালাগাল করে বা তার সাথে মারামারি করতে আসে, তবে সে যেনো দু’বার বলে: ‘আমি রোযা রেখেছি।’ মুহাম্মদের প্রাণ যার হাতে, সেই আল্লাহর কসম, রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ (রোযার কারণে সৃষ্ট গন্ধ) কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে মেশকের সুগন্ধির চেয়েও সুগন্ধিপূর্ণ। আর রোযাদারের দুটো আনন্দ: যখন ইফতার করে, তখন ইফতার করার আনন্দ, আর যখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন রোযার কারণে আনন্দ লাভ করবে। (আহমদ, মুসলিম, নাসায়ী)

২. বুখারি ও আবু দাউদে বর্ণিত: “রোযা একটি ঢাল। তোমাদের কেউ যখন রোযা রাখবে, তখন সে যেনো অশ্লীল কথা না বলে ও অভদ্র আচরণ না করে। কেউ যদি তার সাথে মারামারি বা গালাগালি করতে আসে, তবে সে

যেনো দু'বার বলে: 'আমি রোযাদার।' যে আল্লাহর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, তাঁর কসম: রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশকের সুগন্ধির চেয়েও পবিত্র। সে আমার উদ্দেশ্যেই তার পানাহার ও যৌনাচার বর্জন করে। রোযা আমারই জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান দেবো। আর প্রত্যেক সং কাজের প্রতিদান তার দশগুণ।" (বুখারি ও আবু দাউদ)

৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: রোযা ও কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে: হে আমার প্রভু! ওকে আমি দিনের বেলা পানাহার ও যৌনাচার থেকে বিরত রেখেছি। তাই তার সম্পর্কে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে: ওকে আমি রাতের ঘুম থেকে বিরত রেখেছি। কাজেই তার সম্পর্কে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। অত:পর তাদের উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। (আহমদ)

৪. আবু উমামা রা. বর্ণনা করেছেন: আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম: আমাকে এমন একটা কাজের আদেশ দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি বললেন: তোমার রোযা রাখা উচিত। এর সমতুল্য কিছুই নেই। এরপর আবার তাঁর কাছে এলাম। তিনি আবারও বললেন: তোমার রোযা রাখা উচিত। (আহমদ, নাসায়ী)

৫. আবু সাঈদ খুদরি রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোনো বান্দা আল্লাহর পথে একদিন রোযা রাখলেই সেদিনের বিনিময়ে আল্লাহ তার কাছ থেকে দোষখেকে সত্তর বছর দূরে নিয়ে যান। (আবু দাউদ ব্যতিত সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত)

৬. সাহল বিন সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: জান্নাতের একটি দরজা রয়েছে যার নাম রাইয়ান। কিয়ামতের দিন বলা হবে রোযাদাররা কোথায়? অতপর যখন সর্বশেষ রোযাদার প্রবেশ করবে, তখন সেই দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। (বুখারি ও মুসলিম)

৩. পূর্ণ রমযান মাস সিয়াম পালনের নির্দেশ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ

১৬ সিয়াম: সিয়ামের প্রস্তুতি ও মাসায়েরল

مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَتُكْبِرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ •

অর্থ: রমযান মাস হলো সেই মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে আল কুরআন, যা মানবজাতির জন্যে ‘জীবন যাপনের ব্যবস্থা’ এবং জীবন যাপন ব্যবস্থা হিসেবে সুস্পষ্ট, আর (এ কুরআন ভালোমন্দ, ন্যায় অন্যায়, সঠিক-বেঠিক, এবং সত্যাসত্যের) অকাটা মানদণ্ড (criterion)। সুতরাং তোমাদের যে কেউ এ মাসের সাক্ষাত লাভ করবে, তাকে অবশ্যি পুরো (রমযান) মাসটিতে সওম পালন করতে হবে। তবে কেউ রোগাক্রান্ত হলে, অথবা সফরে-ভ্রমণে থাকলে (সে সওম পালন থেকে বিরত থাকতে পারে, কিন্তু) তাকে অন্য সময় (সওম পালন করে) সংখ্যা পূরণ করতে হবে। আল্লাহ তোমাদের জন্যে (তাঁর বিধান) সহজ করে দিতে চান এবং তিনি তোমাদের জন্যে (তাঁর বিধান) কঠিন-কষ্টকর করতে চান না। (তিনি চান) তোমরা যেনো (সওমের) সংখ্যা পূর্ণ করো এবং (কুরআন নাযিল করে তোমাদের জীবন যাপন ব্যবস্থা প্রদানের জন্যে) তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করো আর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো। (আল কুরআন ২: ১৮৫)

৪. সিয়াম মাসব্যাপী পালনের এক পবিত্র কালচারাল অনুষ্ঠান

মাহে রমযান মুসলিম সমাজের এক পবিত্র, প্রাণচঞ্চল মহোত্তম উৎসব। চন্দ্র মাস রমযান ব্যাপী পালিত হয় এ অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠান কোনো বিশেষ জাতিগোষ্ঠী, ভাষাভাষী বা নৃ-গোষ্ঠীর আঞ্চলিক কিংবা জাতীয় অনুষ্ঠান নয়। এ অনুষ্ঠান দেড় হাজার বছর থেকে প্রচলিত এক অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন অনুষ্ঠান। বিশ্বব্যাপী বিশ্বাসীরা প্রতিদিন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে মাসব্যাপী এ অনুষ্ঠান উদযাপন করেন। মাসব্যাপী এই মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য ও কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে:

০১. বিশ্বব্যাপী সমগ্র বিশ্বাসীদের অংশগ্রহণ।
০২. চন্দ্র দর্শন উৎসব।
০৩. দীর্ঘ কুরআন আবৃত্তির প্রশান্তিময় তারাবিহ অনুষ্ঠান।
০৪. রাতের দ্বিতীয়ার্ধে জাগৃতি, সালাত আদায় এবং সাহরি গ্রহণের অনুষ্ঠান।
০৫. ঘরে ঘরে, হাটে বাজারে, হোটেল রেস্টোরাঁয় ইফতার সামগ্রি তৈরি ও পরিবেশনের ধুমধাম।

০৬. সূর্যাস্ত কেন্দ্রিক আনন্দঘন ইফতারি অনুষ্ঠান।
০৭. হৃদয় নিংড়ানো ইফতারি আপ্যায়নের সক্রিয় তৎপরতা।
০৮. গোপনে প্রকাশ্যে দান-সদকার অনাবিল ফলগুধারা।
০৯. দুঃস্থ, অসহায়, অভাবী ও এতিমদের সহযোগিতায় বিশেষ তৎপরতা।
১০. পাপ বর্জন ও পুণ্যার্জনের উদ্যোগী প্রতিযোগিতা।
১১. পরম দয়াময় প্রভুর ইবাদতে বিশেষ মনোযোগ।
১২. পরম দয়াময় প্রভুর নিকট প্রার্থনা এবং তাঁর কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়ার প্রতিযোগিতা।
১৩. অতীত পাপ মোচনের জন্যে প্রভুর দরবারে বিনীত হৃদয়ে বারবার অনুতাপ ও ক্ষমা প্রার্থনা।
১৪. জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্যে নিরবিচ্ছিন্ন রোনাঙ্গারি।
১৫. জান্নাত লাভের অশান্ত আকুতি।
১৬. মাসব্যাপী পালিত কর্মসূচি সমূহের সমাপ্তি অনুষ্ঠান ঈদুল ফিতরের প্রস্তুতি।
১৭. দুঃস্থ, অসহায়, অভাবী ও এতিমদের ঈদের আনন্দে শরিক করার বিশেষ কর্মসূচি পালনে স্বগত তৎপরতা।
১৮. হাজার মাসের চাইতে উত্তম লাইলাতুল কদর অশেষণে রাত জেগে জেগে ইবাদত বন্দেগি, প্রার্থনা ও কুরআন তিলাওয়াত।
১৯. কুরআন নাখিলের মাস হিসেবে পুরো মাস অধিকহারে কুরআন তিলাওয়াত, কুরআন অধ্যয়ন ও মানুষের কাছে কুরআনের বার্তা পৌঁছানো।
২০. মাসব্যাপী পালিত কর্মসূচি সমূহের সমাপ্তি অনুষ্ঠান ঈদুল ফিতর উদযাপন।

৫. মাসব্যাপী সিয়াম পালনের সংকল্প গ্রহণ

একজন মুসলিমকে আগে থেকেই রমযান মাসব্যাপী সিয়াম পালনের সংকল্প গ্রহণ করতে হয়। এ মাসের মহাকল্যাণ লাভের জন্যে যেসব কর্মসূচির কথা আমরা উল্লেখ করেছি, একজন মুসলিমকে এসব কর্মসূচি পালনের জন্যে পূর্ব থেকেই মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা জরুরি। বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহে রমযানের মহাকল্যাণ হাসিলের জন্যে অনেক আগে থেকেই মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। তিনি শা'বান, এম্নকি রজব মাস থেকে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন, রমযানের পূর্ণাঙ্গ সিয়াম সাধনার জন্যে সংকল্প গ্রহণ করতেন। তিনি মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন:

• اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

“হে আল্লাহ! আমাদেরকে রজব এবং শা'বান মাসে বরকত দান করো আর আমাদেরকে রমযান পর্যন্ত পৌঁছে দাও।”

১৮ সিয়াম: সিয়ামের প্রস্তুতি ও মাসায়েল

এই দোয়ার মাধ্যমেই মূলত তিনি রমযান মাসে সিয়াম সাধনার সংকল্প করে নিতেন।

আর এভাবে পূর্ব থেকে সংকল্প ও মানসিক প্রস্তুতি নেয়া থাকলেই কোনো কাজ সুন্দর, সুষ্ঠু ও পরিপাটিভাবে পালন করা সম্ভব হয়।

● মাসব্যাপী সিয়াম পালনের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করুন

১. মাহে রমযানের সময়কাল জানুন এবং দিন গুণুন

একজন মুসলিম মহা মর্যাদাপূর্ণ মাহে রমযানের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন। তিনি দিনগুণতে থাকেন- কবে আসবে মাহে রমযান? কবে থেকে রোযা রাখবো? মুসলিমদের কাছে মাহে রমযানের আগমন ঠিক এরকম, যেমন: কারো আপনজন দূর বিদেশ থেকে প্লেনে করে বাড়ি ফিরছেন। এ দিকে বিমান বন্দরে এবং বাড়িতে তার স্বজনরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন- কখন এসে পৌঁছবে প্লেন? কখন তিনি প্লেন থেকে নেমে আসবেন? কখন পৌঁছবেন বাড়ি?

মুসলিমদের কাছে মাহে রমযানের আগমনের অপেক্ষাটাও হয়ে থাকে এরকম ব্যাকুলতা নিয়ে। রমযান মাস আমাদের আপনজনের মতোই।

সুতরাং ভালোভাবে জেনে রাখুন, আমরা যে ক্যালেন্ডার অনুসরণ করি সেই ক্যালেন্ডার অনুসারে কবে শুরু হতে যাচ্ছে রমযান মাস? অতপর দিন গণনা শুরু করুন আর মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকুন:

“হে আল্লাহ! শা'বান মাসে আমাদের বরকত দান করো আর আমাদের পৌঁছে দাও রমযান মাসে।”

২. রমযানে কোথায় অবস্থান করবেন তা আগেই স্থির করুন

আগেই স্থির করুন রমযানে আপনি কোথায় অবস্থান করবেন? কর্মস্থলে? গ্রামের বাড়িতে? নাকি সফর করবেন বাইরে? অবস্থানের স্থান বা এলাকা অনুযায়ী আপনার রমযানের কর্মসূচি প্রণয়ন করুন এবং সেভাবে মানসিক প্রস্তুতি নিন।

৩. সিয়াম পালনে পরিবারের সদস্যদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করুন

আপনার নিজের মানসিক প্রস্তুতির সাথে সাথে আপনার পরিবারের সদস্যদের, নিকটাত্মীয়দের এবং অধীনস্থদেরও মাহে রমযানকে স্বাগত জানানোর এবং পুরো মাস সিয়াম পালনের জন্যে মানসিকভাবে সচেতন ও প্রস্তুত করতে থাকুন।

এ উদ্দেশ্যে পারিবারিক বৈঠক করুন। পরামর্শ করুন। মাহে রমযান সঠিকভাবে পালনের পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কিছু কিছু করে দায়িত্ব বন্টন করুন।

৪. আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও সমাজ-বন্ধুদের সচেতন করুন

সবাইকে বলুন 'রমযান আসছে'; 'রোযা এসে যাচ্ছে'; 'রোযার আর মাত্র এতোদিন বাকি।' -এভাবে আপনার আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, ও সমাজ-বন্ধুদের মাহে রমযানের সিয়াম পালনের ব্যাপারে পূর্ব থেকে সচেতন করতে থাকুন।

লোকদের সিয়াম শুরু তারিখ জানানোর মধ্যেও রয়েছে নেকি এবং সওয়াব।

৫. অফিস-আদালত ও কাজ-কর্মের সময় পুনঃনির্ধারণ করুন

একজন মুসলিমকে রমযান মাসে তার দৈনন্দিন জীবন ধারায় কিছু পরিবর্তন আনতে হয়, কর্মসূচিতে পরিবর্তন আনতে হয়, সময়সূচিতে পরিবর্তন আনতে হয়।

তাকে পরিবর্তন আনতে হয়, তার নিদ্রা ও জাগৃতির সময়সূচিতে, তার বিশ্রাম ও পানাহারের সময়সূচিতে, তার অফিস আদালতের সময়সূচিতে, তার কার্যক্রমের সূচিতে, তার আবাস থেকে বের হওয়া এবং আবাসে ফিরে আসার সময়সূচিতে। তা ছাড়া এ মাসে তার কর্মসূচিতে যোগ করতে হয় কিছু কিছু নতুন কার্যক্রম। এ মাসে সে কমিয়ে আনে তার জাগতিক কার্যক্রম আর বাড়িয়ে দেয় তার ইবাদত-বন্দেগি ও পুণ্যকর্মের ফলশুধারা।

এ বিষয়গুলো সামনে রেখে আপনি আপনার গতানুগতিক জীবনধারার পরিবর্তন ও সময়সূচি রমযান আসার পূর্বেই পুনঃনির্ধারণ করে নিন।

৬. ধার্মিকতার অর্থনৈতিক প্রস্তুতি গ্রহণ করুন

রমযান শুরু হবার পূর্বেই এ মাসের জন্যে অর্থনৈতিক প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। কয়েকটি কারণে এ মাসে একজন মুসলিমের অর্থ ব্যয় বেড়ে যায়। যেমন:

১. রোযাদারদের ইফতার করানোর কারণে।
২. বেশি বেশি দান-সদকা করার কারণে।
৩. মওজুতদার ও অসৎ ব্যবসায়ীদের দ্বারা দ্রব্যসামগ্রির মূল্য বৃদ্ধির কারণে।
৪. অনেকেই এ মাসে বার্ষিক যাকাত প্রদান করেন।
৫. ঈদুল ফিতর উদযাপনকে সামনে রেখে।
৬. ফিতরা আদায়ের কারণে।

সুতরাং এসব খাতে এবং কারণে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয়ের জন্যে আপনিও প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

৭. বাজার স্বচ্ছ ও নিয়ন্ত্রিত রাখতে উদ্যোগ নিন

নীতি নৈতিকতার দিক থেকে আমাদের সমাজ পুরোপুরি সং ও স্বচ্ছ না হবার কারণে দেখা যায়, রমযান মাসেও খাদ্যে ভেজাল, মাপঝোপে হেরফের, ফটকা বাজারি, প্রতারণা ও মূল্যবৃদ্ধির অদম্য প্রবণতা বিদ্যমান থাকে। ফলে রোজাদার জনগণকে প্রচুর ভোগান্তির শিকার হতে হয়।

বাজার স্বচ্ছ ও নিয়ন্ত্রিত রাখার ক্ষেত্রে একজন সচেতন নাগরিক এবং একজন মুসলিম হিসেবে আপনারও রয়েছে বিরাট দায়িত্ব। আপনিও হয়তো একজন ব্যবসায়ী, আইনজীবী, ডাক্তার, সরকারি চাকুরিজীবী, প্রাইভেট চাকুরিজীবী, পুলিশ, সেনাসদস্য, কারখানার মালিক, কারিগর, শিক্ষক, ছাত্র, কিংবা কৃষিজীবী বা অন্য কোনো কর্মজীবী। বাজার স্বচ্ছ ও নিয়ন্ত্রিত রাখার ক্ষেত্রে আপনিও ভূমিকা পালন করুন।

আপনি নিজের অবস্থানে নিজে স্বচ্ছ ও নিয়ন্ত্রিত থাকুন। অন্যদেরকেও স্বচ্ছতার ব্যাপারে সচেতন করুন, উৎসাহিত করুন, উদ্বুদ্ধ করুন। রমযান শুরু হবার আগে থেকেই একাজগুলো করুন।

৮. সিয়াম পালনের উপযোগী পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ নিন

মাহে রমযানের বিশেষ ও মহোত্তম পবিত্র মর্যাদাকে সম্মুন্নত রাখার ক্ষেত্রে রমযান শুরু হবার আগে থেকেই সমাজে মানসিক ও বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করুন। এ উদ্দেশ্যে আগে থেকেই-

১. জনগণকে সচেতন করতে থাকুন।
২. মসজিদের খতিব ও ইমাম সাহেবগণ খোতবায় এবং নামাযের আগে পরে আলোচনা করুন।
৩. ঘরে, মসজিদে, অফিস আদালতে কুরআন ও হাদিসের সিয়াম সংক্রান্ত আয়াত ও হাদিসগুলোর ব্যাপক পাঠ ও আলোচনা করুন।
৪. রমযানের ক্যালেন্ডার মুদ্রণ ও বিতরণ করুন।
৫. লিফলেট ও বুকলেট ছেপে বিতরণ করুন।

৯. মসজিদগুলোতে মুসল্লিদের সুবিধা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করুন

রমযান মাসে মুসলিমগণ মহান আল্লাহ প্রদত্ত অবারিত রহমত, মাগফিরাত ও নেকি হাসিলের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। পুরুষগণ দিনের এবং রাতের নামাযে ব্যাপকহারে মসজিদে আগমণ করেন। আমাদের দেশের

মসজিদগুলোতে, শহরে কম হলেও বিশেষ করে মফস্বলের মসজিদগুলোতে মুসল্লিদের প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। সুতরাং ব্যক্তিগত ও যৌথ উদ্যোগে মসজিদগুলোতে মুসল্লিদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে-

০১. স্থান সংকুলান না হলে স্থান সম্প্রসারণ করুন।
০২. অযু খানার সুব্যবস্থা করুন। অযুর পানির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখুন।
০৩. প্রস্রাবখানা/ টয়লেট ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখুন।
০৪. মসজিদে ফ্যান না থাকলে, ফ্যান লাগানোর ব্যবস্থা করুন।
০৫. ফ্যানের স্বল্পতা থাকলে সংখ্যা বৃদ্ধি করুন।
০৬. বিদ্যুত লাইন না থাকলে বিদ্যুত লাইনের সংযোগ লাগান।
০৭. শহরের মসজিদগুলোতে যেখানে যেখানে সম্ভব এয়ার কন্ডিশনার লাগান।
০৮. মসজিদের জানালা দরজা ঠিকঠাক করে রাখুন।
০৯. মুসল্লিদের সুবিধার জন্যে চাটাই/চট/কাপেট ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখুন।
১০. যারা ই'তেকাফ করবেন, তাদের সুন্দর ও সুরক্ষিত অবস্থানের জন্যে ভালো ব্যবস্থা রাখুন।

এগুলো এবং এ ধরনের আরো যেসব ব্যবস্থা প্রয়োজন ব্যক্তিগত উদ্যোগে যতোটা সম্ভব করুন। মসজিদ কমিটি এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করুন। এছাড়া আল্লাহ পাক যাদের বেশি তৌফিক দিয়েছেন তারা এগিয়ে আসুন।

১০. মসজিদে তারাবিহ বা রাতের নামাযের সুব্যবস্থা করুন

ব্যাপক সওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে তারাবিহ/ রাতের নামাযে ব্যাপক মুসল্লি সমাগম হয়। এ উদ্দেশ্যে-

১. সুন্দর সুললিত কণ্ঠে দীর্ঘ কুরআন তিলাওয়াতের উদ্দেশ্যে হাফেযদের দ্বারা তারাবিহ পড়ানোর ব্যবস্থা করুন।
২. তারাবিহ নামাযে দ্রুত কুরআন পাঠ না করে ধীরে ধীরে তারতিলের সাথে পাঠের ব্যবস্থা করুন।
৩. যেদিন কুরআনের যে অংশ পাঠ হবে ইমাম সাহেব বা হাফেয সাহেব সেদিন নামায শুরু আগের আগেই সে অংশের অর্থ/মর্ম মুসল্লিদের শুনিয়ে দিন।

১১. মাহে রমযানকে স্বাগত জানান

শা'বান শেষে রমযানের চাঁদ দেখুন। একা একা দেখুন, দলবঁধে দেখুন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখো।' তাই রমযানের চাঁদ দেখুন। এভাবে চাঁদ দেখার মাধ্যমে মাহে রমযানকে স্বাগত জানান এবং পুরো মাস রোযা রাখার তৌফিক চেয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করুন।

২২ সিয়াম: সিয়ামের প্রস্তুতি ও মাসায়েল

১২. সাহরিতে ঘুম থেকে জাগরণের ব্যবস্থা করুন

প্রথম প্রথম সাহরি খাবার জন্যে ঘুম থেকে জেগে উঠা অনেকের জন্যে সম্ভব হয়না। তাই লোকদের সাহরিতে জাগানোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ঘরে প্রবীনরা এ দায়িত্ব পালন করবেন। পাড়ায় মহল্লায় সামাজিকভাবে রোযাদারদের সাহরিতে জাগানোর জন্যে আহ্বানকারী দল গঠন করুন। ব্যক্তিগতভাবেও আহ্বান করা যায়। মসজিদের মাইক ব্যবহার করে আহ্বান করা যায়। সাইরেন বাজানো যায়। যেভাবেই হোক পরিবার ও সমাজের লোকেরা যেনো সাহরিতে জেগে উঠে সেই ব্যবস্থা করুন।

সুন্দরভাবে সিয়াম পালন এবং মাহে রমযানের রহমত বরকত মাগফিরাত লাভের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত কাজগুলো করার জন্যেও প্রস্তুতি নিন:

১৩. কুরআন মজিদ অর্থসহ অন্তত একবার পাঠ করুন

রমযান মূলত কুরআন নাযিলেরই মাস। কুরআনের কারণেই মাহে রমযানের বিশাল মর্যাদা।

- মহান আল্লাহ কী উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল করেছেন?
- আমাদের জন্যে কী হিদায়াত, উপদেশ ও নির্দেশ কুরআনে দিয়েছেন?
- কুরআনে জীবন, জগত এবং ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে তিনি কি বলেছেন?
- কী উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন?
- মহান স্রষ্টা আল্লাহর প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী?

এসব বিষয় জানার জন্যে কুরআন মজিদ বুঝে পড়া অত্যন্ত জরুরি এবং অত্যাাবশ্যিক। আর একাজ শুরু করার জন্যে এবং ভালোভাবে করার জন্যে রমযান মাসই সবচাইতে উপযুক্ত। তাই-

০১. কুরআন বুঝার জন্যে প্রতি রমযান মাসে কমপক্ষে একবার অর্থসহ পুরো কুরআন পাঠ করুন।
০২. ভালো ও বিশুদ্ধ অনুবাদসহ একখানা কুরআন মজিদ সংগ্রহ করুন।
০৩. প্রতিদিন/কোনদিন কতোটুকু পাঠ করবেন, পূর্বেই পরিকল্পনা করুন।
০৪. পাঠকালে জরুরি বিষয়গুলো নোট করুন।
০৫. কিছু কিছু অংশ পরিবারের সদস্যদের পাঠ করে শুনান।
০৬. গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অন্যদের সাথে আলোচনা করুন।
০৭. অন্যদের কুরআন বুঝে পড়তে আহ্বান করুন।

১৪. হাদিস ও বিশুদ্ধ ইসলামি বই পড়ুন

মাহে রমযানকে কেন্দ্র করে হাদিস পড়ুন। আল হামদুলিল্লাহ, হাদিস গ্রন্থাবলি বাংলায় অনুবাদ হয়েছে। এ মাসে হাদিস গ্রন্থাবলি থেকে বিশেষভাবে সিয়াম অধ্যায় পাঠ করুন। এ ক্ষেত্রে আপনি পড়ার পরিধি কম করতে চাইলে কমপক্ষে মিশকাত শরীফ থেকে সিয়াম অধ্যায় পাঠ করুন। সম্ভব হলে এগুলো থেকে পাঠের পরিধি বাড়াতে পারেন- ২. রিয়াদুস সালাহীন, ৩. সহীহ মুসলিম, সহীহ বুখারি, ৫. তিরমিযি, ৬. আবু দাউদ।

এ সময় সিয়াম অধ্যায়ের সাথে সাথে যদি হাদিসের সালাত অধ্যায়ও পাঠ করে নিতে পারেন, সেটা হবে আপনার ইবাদত সংক্রান্ত সহীহ জ্ঞানের এক মূল্যবান ভান্ডার।

এ ছাড়া বইয়ের মধ্যে ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থের প্রথম খন্ড থেকে রোযা, নামায ও যাকাত অধ্যায় পাঠ করার চেষ্টা করুন। এটি পাঠ করলে হাদিসের আলোকে মাসায়েল জানার সাথে সাথে সকল ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ ইমাম মুজতাহিদগণের মতামতও জানা যাবে।

১৫. প্রথম রোযাকে পুণ্যশীলতায় সমৃদ্ধ করুন

প্রথম রোযা রমযান মাসের প্রবেশ দ্বার। এটি সুন্দর ও পুণ্যশীলতায় পরিপূর্ণ করার চেষ্টা করুন, যাতে করে পরবর্তী রোযাগুলো প্রথমটির অনুসরণেই করতে পারেন। প্রথম রোযায় হাতে জাগতিক কাজ কম রাখার চেষ্টা করুন। বেশি বেশি সালাত আদায়, কুরআন হাদিস অধ্যয়ন, ইস্তেগফার, যিকির-আযকার, দোয়া প্রার্থনা ও উপদেশ-নসিহত প্রদানে সময় বেশি ব্যয় করার চেষ্টা করুন।

বেশি বেশি দান সদকা করুন, রোযাদারদের ইফতার করান। বেশি বেশি ভালো কাজ করুন। বাসায় পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একত্রে ইফতার করুন। পারিবারিক ইফতার অনুষ্ঠানে কুরআন হাদিস থেকে সিয়াম ও সালাত সম্পর্কে আলোচনা করুন। রমযান মাসে সবাইকে পুণ্যশীলতার কাজে নিয়োজিত থাকার বিষয়ে উপদেশ দিন এবং আলোচনা করুন।

সবাইকে নিয়ে দোয়া করে ইফতার করুন।

১৬. মসজিদগুলোতে প্রতিদিন ইফতারির আয়োজন করুন

আল্লাহর রোযাদার মেহমানরা, অসহায়, অভাবী, এতীম, পথিক ও দুস্থ লোকেরা যেনো মসজিদে ইফতার করতে পারেন- আল্লাহর ঘর মসজিদে মাসব্যাপী সে ব্যবস্থা রাখুন।

২৪ সিয়াম: সিয়ামের প্রস্তুতি ও মাসায়েল

এক্ষেত্রে কমিটি, খতিব সাহেব, ইমাম সাহেব অগ্রণী ভূমিকা পালন করুন। সামর্থবান মুসল্লি ও রোযাদার ব্যক্তিগণ সহযোগিতা করুন।

মাসব্যাপী মসজিদভিত্তিক ইফতার আয়োজন সফল করার জন্যে আপনি আর্থিক সহযোগিতা করুন। সম্ভব হলে ইফতার সামগ্রি প্রস্তুত করে, কিংবা ক্রয় করে মসজিদে পাঠান।

এভাবে যারা এই ইফতারিতে শরিক হবেন তাদের রোযার অনুরূপ সওয়াব আপনিও লাভ করবেন।

১৭. নিজ উদ্যোগে রোযাদারদের ইফতার করান

আপনি নিজেও প্রতিদিন কিংবা মাঝে মাঝে আপনার ঘরে, আবাসে বা অফিসে অন্য রোযাদারদের ইফতারির আমন্ত্রণ জানান। এতে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী, সহকর্মী এবং অভাবী ও মুসাফিরদের আমন্ত্রণ জানাতে পারেন।

এছাড়া এই মর্যাদাবান মাসে আন্তরিকভাবে নিম্নোক্ত কাজগুলো করুন:

১৮. নিয়মিত কিয়ামুল লাইল বা তারাবিহুতে শরিক হোন।

১৯. পুরো মাসে বেশি বেশি দান-সদকা করুন।

২০. রমযান মাসেই বার্ষিক যাকাত হিসেব করে আদায় করার চেষ্টা করুন।

২১. রমযান মাসে আপনার চাকর-চাকরানী ও কর্মচারীদের কার্যভার যতোটা সম্ভব হালকা করে দিন।

২২. এ মাসে বিভিন্ন উপায়ে বেশি বেশি মানব সেবা করার চেষ্টা করুন।

২৩. সব ধরনের ঝগড়া-বিবাদ ও হানাহানি থেকে বিরত থাকুন এবং অন্যদের বিরত রাখার চেষ্টা করুন।

২৪. কাউকে গালি দেবেন না। কেউ গালি দিলে কিংবা বিবাদে জড়াতে চাইলেও আপনি দুইবার বলুন- 'আমি রোযাদার' অতপর নিরব থাকুন।

২৫. আপনি নিজে মিথ্যা, অসত্য, অন্যায়, প্রতারণা ও ধোকাবাজি পরিহার করুন। অন্যদেরকেও এগুলো থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করুন।

২৬. হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার ও দ্বিমুখী নীতি পরিহার করুন।

২৭. ভালো কাজে সহযোগিতা করুন এবং উদ্বুদ্ধ করুন।

২৮. সম্ভাব্য সকল উপায়ে মন্দ কাজে বাধা দিন এবং সকল মন্দ কাজকে ঘৃণা করুন।

২৯. খাদ্য দ্রব্যের দাম কমাতে সহযোগিতা করুন এবং ভূমিকা পালন করুন।

৩০. খাদ্য দ্রব্য ভেজালমুক্ত রাখতে সচেতনতা বৃদ্ধি করুন।
৩১. সামাজিকভাবে সিয়াম, সালাত ও যাকাত সংক্রান্ত আলোচনা ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করুন।
৩২. মসজিদগুলোতে ইফতারের সময় বিতর্ক খাবার পানি সরবরাহ করুন।
৩৩. রমযান মাসেই আপনার সম্মানদের কুরআন পাঠ শিক্ষা দিন। নামায শিক্ষা দিন। উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করুন।
৩৪. যাদের কাছে অর্থসহ/বজানুবাদ কুরআন নেই, তাদের কাছে বজানুবাদ কুরআন পৌছান। এটা হবে আপনার সর্বোত্তম সওয়াবের উপহার।
৩৫. এ মাসে বিশেষ করে সুস্থ থাকার উপযোগী ইফতার ও খাদ্য গ্রহণ করুন।
৩৬. যতো বেশি সন্তব নফল ইবাদত করুন।
৩৭. মহান আল্লাহর কাছে বেশি বেশি ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করুন।
৩৮. রহমত ও মাগফিরাত লাভ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের জন্যে সদা তৎপর থাকুন।
৩৯. সন্তব হলে শেষ দশদিন ই'তেকাফ করুন।
৪০. পুরো মাস রুদয়টাকে মসজিদের সাথে বেঁধে রাখুন।
৪১. ঈদুল ফিতরের প্রস্তুতি নিন।
৪২. সালাতুল ঈদের পূর্বেই ফিতরা আদায় করে দিন।
৪৩. ব্যক্তিগতভাবে গরিব-দুঃখীদের ঈদের আনন্দে শরিক করার চেষ্টা করুন।
৪৪. ঈদের সালাতে শরিক হোন। এক পথে যান, অন্য পথে ফিরে আসুন।
৪৫. পুরো বছর সিয়াম পালনের সওয়াব হাসিলের জন্যে শাওয়াল মাসে ছয়টি নফল রোযা রাখুন।

...

সিয়ামের মাসায়েল

১. প্রশ্ন: রমযান মাস প্রমাণ/নির্ণয় করার সঠিক পছা কী?

জবাব: রমযান মাসের সূচনা প্রমাণ করার উপায় তিনটি:

১. শা'বান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ হওয়া। শা'বান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ হবার সাথে সাথেই রমযান মাস শুরু হয়ে যাবে। কারণ, চন্দ্র মাস ত্রিশ দিনের বেশি হয়না।

২. চাঁদ দেখা। শা'বান মাসের ২৯ তারিখে রমযানের চাঁদ দেখতে হবে। যদি আকাশে চাঁদ দেখা যায়, তাহলে রমযান মাস শুরু হবে। কমপক্ষে বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন একজন বিশ্বস্ত মু'মিন ব্যক্তি চাঁদ দেখেছেন বলে সাক্ষ্য দিতে হবে।

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখো এবং চাঁদ দেখে রোযা ভঙ্গ (রমযান মাস সমাপ্ত) করো। যদি চাঁদ দেখতে না পাও, সে ক্ষেত্রে শাবান মাস ত্রিশদিন পূর্ণ করো। (সহীহ বুখারি ও মুসলিম)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন, লোকেরা চাঁদ দেখাদেখি করলো (কিন্তু তারা কেউ চাঁদ দেখেনি, আমি দেখলাম)। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জানালাম, ‘আমি চাঁদ দেখেছি।’ তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রাখলেন এবং সবাইকে রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন। (আবু দাউদ, হাকিম, ইবনে হিব্বান)

৩. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রমযান মাস নির্ধারণ। মহাকাশ বিজ্ঞানের (জ্যোতিষ শাস্ত্রের) ভিত্তিতে পৃথিবীতে চাঁদ দেখা যাবার তারিখ পূর্ব থেকেই জানা যায়। সে হিসেবে সারা পৃথিবীতে এককভাবে একই দিন রমযান মাস ও রোযা শুরু করা যায়।

শেষোক্ত পদ্ধতিটিও হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। তবে -এ পদ্ধতি এখনো আমাদের দেশে সর্বজনগ্রাহ্য হয়নি।

২. প্রশ্ন: রোযা ফরয হবার শর্ত কি কি?

জবাব: রোযা ফরয হবার শর্তাবলি হলো:

০১. বালগ (বুঝ-বুদ্ধি) হওয়া।

০২. মুসলিম হওয়া।

০৩. সজ্ঞান হওয়া। কারণ, পাগল, অজ্ঞান ও অচেতন ব্যক্তির উপর কোনো ফরয বর্তায়না।
০৪. শারীরিক সামর্থ্য থাকা। যেমন অতি বৃদ্ধ ও দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্তদের জন্যে ফরয নয়।
০৫. শরয়ী সামর্থ্য থাকা। যেমন হায়েয-নেফাস থেকে মুক্ত হওয়া।

৩. প্রশ্ন: রোযার ফরয কয়টি ও কি কি?

জবাব: রোযার ফরয দুইটি:

১. ভোর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌন মিলন থেকে বিরত থাকা।
২. রোযা রাখার নিয়্যত বা সংকল্প করা। অর্থাৎ যেদিন রোযা রাখবেন, সেদিনকার রোযা রাখার নিয়্যত করবেন। সহীহ মত হলো, দুপুরের আগেই নিয়্যত করতে হবে। নিয়্যত মুখে বলার প্রয়োজন নেই। মনে মনে সংকল্প করলেই যথেষ্ট। তবে মুখে বললেও ক্ষতি নেই।

৪. প্রশ্ন: রোযা কয় প্রকার ও কি কি?

জবাব: রোযা চার প্রকার: ১. ফরয রোযা, ২. হারাম রোযা, ৩. মুস্তাহাব রোযা, ৪. মকরুহ রোযা।

রমযানের রোযা ফরয। এ মাসের রোযা কাযা করলেও তা ফরয। কাফ্ফারা এবং মান্নতের রোযাও ফরয। অবশ্য শেষোক্ত দুটি কোনো কোনো মযহাবের মতে ওয়াজিব।

ঈদুল ফিতরের দিন রোযা রাখা হারাম। ঈদুল আযহার দিন এবং ঈদুল আযহার পরবর্তী তিনদিন রোযা রাখা হারাম।

প্রত্যেক চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখা মুস্তাহাব। মহরম মাসের ৯ ও ১০ তারিখে রোযা রাখা মুস্তাহাব। যিলহজ্জের ৯ তারিখে (যারা হজ্জে গমন করেনি তাদের জন্যে) রোযা রাখা মুস্তাহাব। শাওয়াল মাসে ৬টি রোযা রাখা মুস্তাহাব। প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা মুস্তাহাব। মুস্তাহাব রোযাকে কোনো কোনো মযহাবে সুন্নত রোযাও বলা হয়। এর বাইরে রোযা রাখলে তা হবে নফল রোযা।

৫. প্রশ্ন: কাদের উপর রোযা রাখা ফরয নয়?

জবাব: যাদের উপর রোযা রাখা ফরয নয়, তারা হলো:

০১. মাসিক চলাকালে নারীদের উপর রোযা ফরয নয়। (কাযা করা ফরয)
০২. নিফাস চলাকালে নারীদের উপর রোযা ফরয নয়। (কাযা করা ফরয)

২৮ সিয়াম: সিয়ামের প্রস্তুতি ও মাসায়েল

০৩. উম্মাদ।

০৪. নাবালেগ শিশু কিশোর।

০৫. রোগী।

০৬. মুসাফির। (কাযা করা ফরয)

০৭. গর্ভবতী।

০৮. স্তন্যদানকারী মা।

০৯. অতিশয় বৃদ্ধ পুরুষ ও মহিলা।

১০. অমুসলিম।

৬. প্রশ্ন: কাদের উপর রোযা ভাঙলে কাযা করা ফরয?

জবাব: ১. যারা হায়েয ও নিফাসের কারণে রোযা ভেঙেছে, তাদের উপর রোযার কাযা দেয়া (পূরণ করা) ফরয। এই দুই কারণে রোযা ভাঙাও ফরয, কাযা দেয়াও ফরয। মুয়াযা রা. বর্ণনা করেছেন, আমি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা.-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম: ‘মাসিকের কারণে বাদ দেয়া রোযা কাযা করা ফরয, কিন্তু একই কারণে বাদ যাওয়া নামায কাযা করার ফরয নয় কেন? তিনি আমাকে পাঁচটা প্রশ্ন করলেন: ‘তুমি কি খারেজি? (উল্লেখ্য, খারেজিরা সব ব্যাপারে যুক্তি খুঁজে বেড়ায়, এমনকি ইবাদতের ক্ষেত্রেও)। আমি বললাম: ‘না আমি খারেজি নই। তবে আমি বিষয়টি জাঙ্কার জন্যে প্রশ্ন করেছি।’ তখন উম্মুল মুমিনীন বললেন: “কারণ আর কি? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মাসিকের কারণে ভঙ্গ হওয়া রোযা কাযা করার নির্দেশ দিয়েছেন আর নামায কাযা দেয়ার নির্দেশ দেননি।” (সহীহ মুসলিম)

২. সফরে যারা রোযা ভাংবেন, তাদের উপরও রোযার কাযা দেয়া ফরয।

৩. সাময়িক রোগের কারণে যারা রোযা ভাংবেন তাদের উপরও রোযা কাযা দেয়া ফরয।

৪. হানাফি মযহাবের মতে, গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়েরা রোযা ভাঙলে তাদেরকে সেই রোযার কাযা দিতে হবে।

৭. প্রশ্ন: কারা রোযা ভাঙতে পারবে এবং ভাঙলে ফিদিয়া দিলেই চলবে?

জবাব: যাদের জন্যে রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে, তবে ফিদিয়া দিতে হবে, তারা হলো:

১. অতিশয় বৃদ্ধ পুরুষ ও মহিলা। তাদের জন্যে রোযা না রেখে ফিদিয়া দেবার অনুমতি রয়েছে। তবে ইমাম মালেক ও ইবনে হাযমের মতে তাদের রোযা কাযাও করতে হবেনা, ফিদিয়াও দিতে হবেনা।

২. সেইসব রোগী যাদের পক্ষে রোযা রাখা অতিশয় কষ্টসাধ্য এবং ভবিষ্যতেও রোগ নিরাময়ের আশা নেই।

৩. সেই সব শ্রমিক, যারা সারা বছর চরম কষ্টকর শ্রমে নিয়োজিত থাকে এবং এছাড়া যদি তাদের রোজগারের অন্য কোনো সুযোগ না থাকে।

৪. গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মা, যদি তারা নিজের ও সন্তানের জীবনহানি, কিংবা চরম স্বাস্থ্যহানির আশংকা করে। -এটা ইবনে আব্বাস রা.-এর মত। তিনি সূরা বাকারা ১৮৪ আয়াতের ব্যাখ্যায় এমত দিয়েছেন।

তবে হানাফি মযহাবের মতে, তারা ফিদিয়া দেবেনা, রোযা কাযা করবে।

৮. প্রশ্ন: ফিদিয়া কী? ফিদিয়া কিভাবে দিতে হবে?

জবাব: কুরআন এবং হাদিসে বিভিন্ন কারণে কিছু লোককে রোযা রাখা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তবে রোযা না রাখার কারণে ফিদিয়া দিতে বলা হয়েছে। ফিদিয়া হলো:

যাকে রোযা না রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে, তিনি প্রতিটি রোযার জন্যে একজন মিসকিন (অভাবী) ব্যক্তিকে দু' বেলা আহার করাবেন। আহার করাবেন সামর্থ অনুযায়ী কিংবা মধ্যম ধরণের।

কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, খাওয়ানোর পরিবর্তে খাবার মূল্য দিয়ে দিলে হবে কিনা? -এর জবাবে আমরা বলবো, না তা হবেনা। খানাই খাওয়াতে হবে। তবে যদি মূল্য দিতে চান, তা দিয়ে খাবার কিনে দেবেন, অথবা খাবার কেনা নিশ্চিত করবেন, যা ঐ নির্দিষ্ট মিসকিন (অভাবী ব্যক্তি) আহার করবেন।

৯. প্রশ্ন: রোযার কাফ্ফারা কী? কি কারণে কাফ্ফারা দিতে হয়?

জবাব: এ প্রশ্নে একটি হাদিস উল্লেখ করা হলো:

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে নিবেদন করলো: “ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি।”

তিনি জিজ্ঞেস করলেন: “কিসে তোমাকে ধ্বংস করেছে?”

সে বললো: “আমি রমযান মাসে রোযা রেখে স্ত্রী সহবাস করেছি।”

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “তোমার কি একটি দাস/দাসী মুক্ত করবার সামর্থ আছে?”

লোকটি বললো: “জী-না।”

৩০ সিয়াম: সিয়ামের প্রকৃতি ও মাসায়েল

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “তুমি কি অবিরাম দুই মাস রোযা রাখতে পারবে?”

সে বললো: “জী-না।”

তিনি জানতে চাইলেন: “তবে কি তুমি ষাটজন মিসকিনকে খাবার খাওয়াতে পারবে?”

লোকটি বললো: “জী-না।”

বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি রসূলুল্লাহর দরবারে বসে থাকা অবস্থায়ই কোথাও থেকে তাঁর দরবারে এক ঝুড়ি খেজুর হাদিয়া এলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুরসহ ঝুড়িটি তার হাতে দিয়ে বললেন: **إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَصَدَّقُوا بِهَذَا** “এগুলো নিয়ে গিয়ে দান করে দাও।”

লোকটি আরম্ভ করলো: “এগুলো কি আমার চাইতেও অধিক দরিদ্রকে দান করবো? এ শহরে তো আমার চাইতে অধিক দরিদ্র কোনো পরিবার নেই।”

লোকটির কথায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে উঠলেন, অতপর বললেন: “তবে নিয়ে যাও, এগুলো তোমার পরিজনকে নিয়ে খেতে দাও।”-এ হাদিসটি সিহাহ সিন্তার ছ’টি গ্রন্থেই বর্ণিত হয়েছে।

(হাদিসে যে ঝুড়ির কথা উল্লেখ হয়েছে তাতে সম্ভবত পনের সা’ অর্থাৎ ষাট মুদ খেজুর ধরতো এবং প্রতি মিসকিনকে একমুদ করে ষাটজন মিসকিনকে খাওয়ানো যেতো।)

হাদিস থেকে বুঝা গেলো, রমযান মাসে রোযা রেখে স্ত্রী সহবাস করলে রোযার কাফফারা দিতে হবে। কাফফারা হলো:

১. একজন দাস বা দাসী মুক্ত করা। কিন্তু যদি দাস বা দাসী না থাকে,
২. তবে অবিচ্ছিন্নভাবে দুই (চন্দ্র) মাস রোযা রাখতে হবে। কিন্তু এটা যদি অতিশয় কষ্টসাধ্য হয়, তাহলে-
৩. ষাটজন মিসকিনকে (অভাবীকে) আহার করাবে। অর্থাৎ ষাটটি রোযার প্রতি দিনের জন্যে একজনকে আহার করাবে।

হানাফি মযহাব অনুযায়ী কাফফারা দেয়ার প্রক্রিয়া হবে হাদিসে উল্লেখিত ক্রম ধারার ভিত্তিতে।

কিন্তু ইমাম আহমদের মতে, হাদিসে উল্লেখিত তিনটি বিষয় একটি আরেকটির বিকল্প নয়, বরং তিনটির যে কোনোটি করলেই কাফফারা আদায় হয়ে যাবে।

১০. প্রশ্ন: হাঁপানী রোগীরা রোযা রেখে ইনহেলার ব্যবহার করতে পারবে কি?

জবাব: হ্যাঁ, রোযা রেখে ইনহেলার ব্যবহার করা যাবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ইনহেলারে রোযা ভঙ্গ হবার মতো কিছু নেই। (এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্যে আমাদের বই 'জানতে চাই' দেখুন, প্রশ্ন নম্বর- ১৯১)

১১. প্রশ্ন: রোযা রেখে ইনজেকশন দেয়া যাবে কি এবং ইনসুলিন নেয়া যাবে কি?

জবাব: হ্যাঁ, রোযা রেখে গ্লুকোজ সেলাইন ও পুষ্টি জাতীয় ছাড়া অন্যান্য ইনজেকশন দেয়া যাবে। ডায়াবেটিস রোগীরা ইফতারের পূর্বে ইনসুলিন নিতে পারবেন। এতে রোযার ক্ষতি হবেনা।

১২. প্রশ্ন: রোযা রেখে কাউকেও রক্তদান করা যাবে কি?

জবাব: রোযা রাখা অবস্থায় অধিক পরিমাণ রক্ত বের হলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই রোযা অবস্থায় রক্ত দান করা যাবেনা।

১৩. প্রশ্ন: মেডিকেল টেস্টের জন্যে ল্যাব-এ রক্ত দিলে রোযা নষ্ট হবে কি?

জবাব: রোযাদারের শরীর থেকে অল্প পরিমাণ রক্ত বের হলে রোযা নষ্ট হয়না। সে হিসেবে মেডিকেল টেস্টের জন্যে ল্যাব-এ রক্ত দিলে রোযা নষ্ট হবেনা।

১৪. প্রশ্ন: রোযা রেখে চোখে সুরমা লাগালে রোযা ভঙ্গ হবে কি?

জবাব: হানাফি ও শাফেয়ী মযহাব অনুযায়ী রোযাদার চোখে সুরমা লাগালে তার রোযা ভঙ্গ হবেনা।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইমাম মালেকের মতে কঠনালীতে সুরমার স্বাদ অনুভূত হলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

১৫. প্রশ্ন: রোযাদাররা, চোখ, নাক ও কানে ঔষধের ড্রপ দিতে পারবে কি?

জবাব: হ্যাঁ রোযা রেখে নাক, কান ও চোখে ঔষধের ড্রপ ব্যবহার করতে পারবেন। ঔষধ মুখে বা গলায় চলে এলে না গিলে বাইরে থুথু ফেলবেন।

১৬. প্রশ্ন: রোযা রেখে খাবারের স্বাদ পরীক্ষা করা যাবে কি?

জবাব: হ্যাঁ, প্রয়োজনের কারণে (রাঁধুনিদের) খাবারের স্বাদ পরীক্ষা করা এবং বাচ্চাদের শক্ত খাবার চিবিয়ে দেয়া জায়েয। বিনা প্রয়োজনে এমনটি করা মাকরুহ।

১৭. প্রশ্ন: রোযা রেখে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে চুমু খেতে পারবে কি?

জবাব: হ্যাঁ, রোযা রেখে স্ত্রীকে চুমু খাওয়া, আলিঙ্গন করা জায়েয। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. এবং উম্মে সালামা রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় তাঁর স্ত্রীদের চুমু খেতেন। (বুখারি, মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থ)

কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন চুমু খাওয়া মাকরুহ। তবে এর ফলে বীর্যপাত হলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

১৮. প্রশ্ন: গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় ভোর হলে তার বিধান কি?

জবাব: রোযাদার যদি গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে, তবে তার বিধান কি? এ প্রসঙ্গে দু'টি হাদিস উল্লেখ করা হলো:

১. উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রমযান মাসে রসূলুল্লাহ সা. -এর এমন বহুবার হয়েছে যে, গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় তাঁর সকাল হয়েছে এবং তা স্বপ্নদোষের কারণে নয়, বরং স্ত্রী সহবাসের কারণে। অতপর তিনি (সকালে শয্যা ত্যাগ করে) গোসল করতেন এবং রোযা রাখতেন। (সহীহ মুসলিম)

২. উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: অনেক সময় গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় রসূলুল্লাহ সা.-এর সকাল হতো। স্বপ্নদোষের কারণে নয়, স্ত্রী সহবাসের কারণেই তাঁর উপর গোসল ফরয হতো। তা সত্ত্বেও তিনি রোযা ত্যাগ করতেন না এবং সেই রোযার কাযাও দিতেন না। (সহীহ মুসলিম)

ইমাম নববী লিখেছেন, গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় সকাল হলে রোযা সহীহ হবে কিনা এ বিষয়ে আলিমদের মধ্যে যে মতপার্থক্য ছিলো, পরবর্তী কালে তা দূর হয়ে গেছে। এমনকি বলা হয়ে থাকে, এরূপ ব্যক্তির রোযা যে সহীহ হবে, সে ব্যাপারে আলিমদের ইজমা (ঐক্য) হয়েছে। মূলত উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা এবং উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা রা. বর্ণিত হাদিস সকল মতপার্থক্যের বিপক্ষে প্রামাণ্য দলিলের মর্যাদা রাখে।

আবদুস শহীদ নাসিম লিখিত কয়েকটি বই

মৌলিক রচনা

আল কুরআন: সহজ বাংলা অনুবাদ
আল কুরআন: সহজ বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ
কুরআন পড়বেন কেন কিভাবে?
কুরআনের সাথে পথ চলা
আল কুরআন আর তাফসির
কুরআন বুকার পথ ও পাতের
কুরআন বুকার প্রথম পাই
আল কুরআন: বিশ্বের সেরা বিন্দু
আল কুরআন কি ও কেন?
জানার জন্যে কুরআন মানার জন্যে কুরআন
আল কুরআনের প্রতি সন্মান প্রদর্শনের উপায়
Ways to Pay Homage to Al-Quran
আল কুরআনের দু'আ
কুরআন ও পরিবার
হাদিসে রসূল সুল্লাহে রসূল
সিরাহে সিরাত হাদিসে রসূল
হাদিসে রসূলে তাওহীদ হিসাবের অধিভার
উম্মুস সুল্লাহ হাদিসে জিবরিল
নিখনদীর শ্রেষ্ঠ জীবন
আদর্শ সেরা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.
নবীদের সন্ধ্যামী জীবন
বিধ নবীর মুক্তি ও জাগরণ
ঈমানের পরিচয়
ঈমান ও আমলে সায়েহ
ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা
আসুন আমরা মুসলিম হই
মুক্তির পথ ইসলাম
নামাযের সঠিক পদ্ধতি
মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন
ইসলাম ও মানবতা
ইসলামের পরিবারিক জীবন
শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি
গন্যহ তাওবা ফরা
তাকওয়া
পবিত্র জীবন
মুসলিম পুরুষ ও নারীর শেখাক
নফস কলর হাওয়া
আপনার প্রচেষ্টার লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট না আধিভার?
মুসলিম সমাজে প্রচলিত ১০১ ভুল
সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিক জিতি
ইসলামে জ্ঞান চর্চা
মানুষের চিত্রপটে শরতান
ফিকির সেরা ইস্তেফকার
কুরআনে অঁকা আত্মতের হবি
কুরআনে জাহান্নামের দৃশ্য
কুরআনে হাশর ও বিচারের দৃশ্য
কুরআন ও রমযান
সিয়াম: সিয়ামের প্রকৃতি ও মাসায়ের
রমযানের শিক্ষায় তুম্বন জীবন পড়ার উপায়
শাকায়ত
কুরআন হাদিসের আলোকে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা
ইসলামি অর্থনীতির উপার্জন ও ব্যয়ের নীতিমালা
ইসলামী সমাজ নির্মাণে নারীর কাজ
ইসলামি পরিচা: কি? কেন? কিভাবে?
ইসলাম সম্পর্কে অতিরিক্ত আশক্তি: কারণ ও প্রতিকার
ঈদুল ফিতর ঈদুল আযহা
যাকাত সাওদ ইতিহাস

জানতে চাই
জীবন যৌবন সাফলা
চাই কিয় ব্যক্তি চাই কিয় সেকুতু
মুমিনের জীবনে শোকর ও সবার
সবরের পথ
শাহানা
বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষানীতির রপনবে
কুরআনের আলো
হাদিসের আলো
নীরাভূরবী মুহাম্মদ সা.
মুখের সম্বন্ধে
বিপ্লব হে বিপ্লব (কাব্যগ্রন্থ)

কিশোরদের জন্যে লেখা বই

কুরআন পড়ো জীবন পড়ো
হাদিস পড়ো জীবন পড়ো
সবার আগে নিজেকে পড়ো
এসো জমি নবীর বাবী
এসো এক আত্মাহর লাসত্ব করি
এসো চলি আত্মাহর পথে
এসো নামায পড়ি
সুন্দর বলুন সুন্দর লিখুন
উঠো সবে ফুটে তুল (ছড়া)
মাতৃস্বাহার বাংলাদেশ (ছড়া)
বসন্তের দাশ (গল্প)

অনুদিত কয়েকটি বই

আত্মাহর রসূল কিভাবে নামায পড়বেন?
রসূলুল্লাহর নামায
যায়ে হায
একভাবে হাদিস
ইসলাম আন্দার কাছে কি চাই?
মহিলাদের রোযা ও ই'তেকাফ
মহিলাদের হুজ্ব ও উমরা
মহিলা কিব্বহ ১ম ও ২য় খণ্ড
ফিকহুস সুল্লাহ ১ম -৩য় খণ্ড
বাসায়ের ও মাসায়ের ১ম খণ্ড ও অধ্যায ৭৩
ইসলামের জীবন চিত্র
মতবিরোধমূর্ণ বিষয়ে সঠিকপদ্ধা অবলম্বনের উপায়
ইসলামী নেতৃত্বের গণ্যাবলী
রসূলুল্লাহর বিচার ব্যবস্থা
অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান
আল কুরআনের অর্থনৈতিক নীতিমালা
ইসলামি নাওয়াজের পথ
নাওয়াজে ইসলামের দা'তী ইসলাম
ইসলামী রাষ্ট্র কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
সাধারণে কিরামের মর্শা
ইসলামে মৌলিক মানবধিকার
নীরাহে রসূলের পরশাম
ইসলামী অর্থনীতি
ইসলামী রাষ্ট্র ও সর্বাধীন
নবী অধিকার বিচার ও ইসলাম
দুখ জিজ্ঞাসার জবাব
মানবতার বন্ধ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.
এছাড়াও আরো অনেক বই